<u>২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ইনোভেশন তালিকা-</u>

ক্রমিক	ইনোভেশনের নাম	ইনোভেটরের নাম, পদবী ও ঠিকানা	মন্তব্য
০১	অনলাইন ডরমিটরী ম্যানেজমেন্ট	জনাব খান এ. সবুর খান, সহকারী পরিচালক (উন্নয়ন ও সেবা), ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।	
০২	অনলাইন প্রশিক্ষক/অতিথি বক্তা ম্যানেজমেন্ট	জনাব খান এ. সবুর খান, সহকারী পরিচালক (উন্নয়ন ও সেবা), ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।	

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের শিরোনাম	সমস্যা	সমাধান	মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	মুঠোফোন : ও ই-মেইল	বাস্তবায়ন এলাকা
ঢাকা সিটি জরিপের খতিয়ান অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে সার্টিফাইড কপি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। নাগরিক অনলাইনে খতিয়ানের কপি পাবার সুযোগ নেই; ২। সরাসরি অফিসে গিয়ে অবেদন করতে হয়; ৩। নির্ধারিত সময়ে খতিয়ানের কপি পাবার সুযোগ নেই; ৪। খতিয়ানের কপি সংগ্রহে হয়রাণির শিকার হতে হয়; ৫। নাগরিক হয়রানি হতে হয়; ৬। খতিয়ানের কপি তৈরিতে ভূল হয়।	১। যেকোনো স্থান হতে খতিয়ানের কপি সংগ্রহের জন্য আবেদন করতে পারবে; ২। অফিসে না গিয়েও খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে; ৩। খতিয়ানের কপি সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অফিসে গিয়ে খতিয়ানের কপি সংগ্রহ করতে পারবে; ৪। নাগরিক ইচ্ছে করলে খতিয়ানের কপি ডাকে বা কুরিয়ারে গ্রহণ করতে পারবেন;	ভূমি মন্ত্রণালয়	মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন, উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	মোবাইল- +৮৮০১৭১৪০৮৩৫০০ ই-মেইল- doulutuzzamankhan@gmail.com	ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের শিরোনাম	সমস্যা	সমাধান	মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	মুঠোফোন : ও ই-মেইল	বাস্তবায়ন এলাকা
ঢাকা সিটি এলাকার মৌজা ম্যাপ অনলাইনে প্রকাশ ও অনলাইনে পেমেন্টের মাধ্যমে মৌজা ম্যাপের সার্টিফাইড কপি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ	১। নাগরিক অনলাইনে মৌজা ম্যাপের কপি পাবার সুযোগ নেই; ২। সরাসরি অফিসে গিয়ে অবেদন করতে হয়; ৩। নির্ধারিত সময়ে মৌজা ম্যাপের কপি পাবার সুযোগ নেই; ৪। মৌজা ম্যাপের কপি সংগ্রহে হয়রাণির শিকার হতে হয়; ৫। নাগরিক হয়রানি হতে হয়; ৬। মৌজা ম্যাপের কপি তৈরিতে ভূল হয়।	১। যেকোনো স্থান হতে মৌজা ম্যাপের কপি সংগ্রহের জন্য আবেদন করতে পারবে; ২। অফিসে না গিয়েও মৌজা ম্যাপের সার্টিফাইড কপি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবে; ৩। মৌজা ম্যাপের কপি সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত তারিখ ও সম্যে অফিসে গিয়ে মৌজা ম্যাপের কপি সংগ্রহ করতে পারবে; ৪। নাগরিক ইচ্ছে করলে মৌজা ম্যাপের কপি ডাকে বা কুরিয়ারে গ্রহণ করতে পারবেন;	ভূমি মন্ত্রণালয়	মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন, উপসচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	মোবাইল- +৮৮০১৭১৪০৮৩৫০০ ই-মেইল- doulutuzzamankhan@gmail.com	ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের শিরোনাম	সমস্যা	সমাধান	মন্ত্রণালয়	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	মুঠোফোন : ও ই-মেইল	বাস্তবায়ন এলাকা
অনলাইন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সফটওয়ার	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অধীনে ভূমি জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ভূমি জরিপে দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগ বহু পূর্ব থেকেই করা হয়ে থাকে। সাধারণত: ভূমি জরিপে মাঠ স্তর হতে হাতে লিখে ভূমি মালিকের ভূমি মালিকানা স্বত্বলিপি/ খতিয়ানটি তৈরি করা হয় ও বিতরণ করা হয় এবং বিভিন্ন সংশোধনও হাতে লিখে সম্পন্ন হয় যা ওয়ার্কিং ভলিউমে সংরক্ষিত থাকে। খতিয়ান হাতে লিখার কারণে ভুল এবং টেম্পারিং এর সুযোগ থাকে এবং প্রায়ই টেম্পারিং হয়ে থাকে। মাঠ স্তরের সার্ভেয়ার কর্তৃক খতিয়ান সমূহ একজন অফিসার কর্তৃক তসদিক সম্পন্ন করার পরই তা খসড়া যাচ করা হয়। খসড়া যাচে যে কাজটি করা হয় তা হল কোন দাগের মোট জমির পরিমাণ লেখায় ভুল, অংশ অনুযায়ী হিস্যা লেখায় ভুল এবং মালিকানা জমির পরিমাণ লেখায় ভুল পাওয়া গেলে তা সংশোধন করা এবং জমির মালিকদের নামের	৫ বছরের মধ্যে জরিপের সকল স্তরের সম্পন্ন করা যায় তা নিয়েই অনলাইন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নামক সফটওয়ারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক খতিয়ান প্রস্তুত করে থাকেন সার্ভেয়ার ফলে তিনিই উল্লিখিত সফটওয়ারে খতিয়ান ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করবেন এবং যাচ করে দিবেন। ফলে এ স্তরেই সকল ক্ল্যারিক্যাল ভুল-ত্রুটি, যাচ জনিত সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে মৌজার বাকী স্তর সমূহের জন্য তথা ফেয়ার কপিকরণ, প্রেসে ডাটা এন্ট্রিকরণ জনিত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং মৌজার আপীল মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পরপরই মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়ার কাজ করা যাবে এবং দেখা যাবে যে জরিপ শুরুর ৩ বছরের মধ্যেই জেলা প্রশাসক বরাবর হস্তান্তর করা যাবে। কাজটি কম্পিউটার ভিত্তিক সফটওয়ারের মাধ্যমে সমাধান করার জন্য প্রথমে যে কাজটি করা হয়েছে তা হল জরিপে বিদ্যমান ম্যানুয়াল পদ্ধতিকে কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের মাধ্যমে অটোমেশন করা। যখনই কোন মৌজার	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, ঢাকা ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	মো: মোমিনুর রশীদ জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ঢাকা	মোবাইল: +৮৮০১৭৪০৫৮৩৫৯১ **ইমেইল:** mominfwt@gmail.com	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, ঢাকা এর আওতাধীন বর্তমানে চলমান ডিজিটাল জরিপ কর্মসূচীভুক্ত এলাকা (ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা, গাজীপুর জেলার গাজীপুর সদর উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলা, মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর, সাটুরিয়া ও হরিরামপুর উপজেলা)

	আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাজানো। কাজটি ম্যানুয়ালি করা হয় বিধায় প্রচুর সময় লাগে এবং প্রচুর ক্ল্যারিক্যাল ভুল থেকে যায় যা আর পরবর্তীতে দৃষ্টিগোচর হয় না এবং ভুল থাকা অবস্থায় চূড়ান্ত রেকর্ড মুদ্রণ হয়ে হস্তান্তর হয়। ফলে ভূমি মালিকগণ ব্যাপক হয়রানির স্বীকার হন এবং বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার উদ্ভব হয়। তাছাড়া, অনেক সময় আপত্তি ও আপীলের মামলার রায় অনুযায়ী সংশোধন করা হয়না। মৌজার আপীল স্তর শেষে চূড়ান্ত যাচ সম্পন্ন করা হয় এবং ওয়ার্কিং ভলিউম হতে খতিয়ান সমূহের ফেয়ার কপি হাতে লিখে করা হয় এবং প্রেসে চূড়ান্ত মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ফেয়ার কপি করা কালেও প্রচুর ক্ল্যারিক্যাল ভুল হয়ে যায় এবং টেম্পারিং এর সুযোগ থাকে। সেটেলমেন্ট প্রেসেও টাইপ করা কালে প্রচুর ক্ল্যারিক্যাল ভুল হয়ে থাকে এমনকি টেম্পারিং এর সুযোগ থাকে। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো কেহই যাচ কাজটি করতে চাননা এবং ফেয়ার কপি করতে চাননা, ফলে বছরের পর বছর যাচ, ফেয়ার কপি করার অজুহাতে	প্রাথমিক ডাটা এন্ট্রি করার সাথে সাথে অটোমেটিক্যালী দাগের সূচী, মৌজা ম্যাপের সূচী, হাল-সাবেক, যাচ, ভুল-ত্রুটি, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তত হয়ে যায় এবং খসড়া প্রকাশনা দেয়া অর্থাৎ ভূমি মালিকগণের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাজানোর জন্য সময় লাগে মাত্র ২-৫ মিনিট যা পূর্বে ২ মাস লাগত। চূড়ান্ত যাচ, ফেয়ার কপিকরণ করা লাগে না, সার্ভেয়ার কর্তৃক দাগের সূচী, মৌজা ম্যাপের সূচী, হাল-সাবেক, নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী আর ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সাজানোর প্রয়োজন হচ্ছেনা, ফলে সার্ভেয়ারের স্তরেই সকল ক্ল্যারিক্যাল ভুল-ত্রুটি, যাচ জনিত সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে মৌজার বাকী স্তর সমূহের জন্য তথা ফেয়ার কপিকরণ, প্রেসে ডাটা এন্ট্রিকরণ জনিত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং মৌজার আপীল মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পরপরই মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়ার কাজ করা যাবে এবং দেখা যাবে যে জরিপ শুরুর ৩ বছরের মধ্যেই জেলা প্রশাসক বরাবর হস্তান্তর করা যাবে। যাকে যে নির্দিষ্ট খতিয়ানে ডাটা এন্ট্রি বা সংযোজন/ সংশোধনের অনুমতি দেয়া হবে তিনি ভিন্ন অন্য কেহই ঐ নির্দিষ্ট খতিয়ানে ডাটা এন্ট্রি বা সংযোজন/ সংশোধন করতে পারবেন না। ফলে টেম্পারিং এর সুযোগ চিরতরে রহিত হয়ে গেছে।				

	মৌজা পড়ে থাকে এবং অযথা বিলম্বের সুযোগ থেকে যায় এবং বিলম্ব হয়। মৌজা পড়ে থাকার জন্য জনবলের স্বল্পতাও ব্যাপকভাবে দায়ী। ফলে মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়ার ও জেলা প্রশাসক বরাবর হস্তান্তরে কোন কোন জোনে ৩০ বছর, কোথাও বা ৫/৭ বছর লেগে যায়।	এ সিস্টেম বাস্তবায়নের ফলে দেখা যাচ্ছে যে ৩য় শ্রেণির জনবলের কোন কাজই নেই শুধুমাত্র বেঞ্চ ক্লার্ক (বিসি) হিসেবে কাজ করা ব্যতীত ফলে জনবল সাশ্রয়ী ও বটে। (ক) জনবল সাশ্রয়ী (খ) টেম্পারিং এর সুযোগ চিরতরে রহিত হওয়া (গ) অযথা বিলম্বের সুযোগ রহিত হওয়া। (ঘ) ৩ বছরের মধ্যে মৌজা হস্তান্তর (ঙ) একটি কার্যকর ভূমি কাঠামো গড়ে তোলা।				